যায়যায়দিন

তারিখ 13 APR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

(গতকালের পর)

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষকে মনোযোগী হতে হবে। এটি পুরস্কার, পারিতোষিক এবং শাস্তির মতো সমন্বিত ব্যবস্থায়ও হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুনের ওপর ভিত্তি করে সেই প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের বিরুদ্ধে ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ফলপ্রসূতার জন্য আইন এবং বিধির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দরকার।

অনুষদের ডিন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে এমন প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া উচিত যেন তারা কর্তব্যে অবহেলার জন্য শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির নীতিমালা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং সংশিষ্ট

সাহাবুল হক

উচ্চ শিক্ষা এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

কর্মকর্তাকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিতে হবে। দুর্বল পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং আইনের ফাকফোকরের জন্য ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন না, যেটা সুশাসনের পথে অন্তরায়।

ইউনিভার্সিটিকে সুন্দর এবং কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সবার জবাবদিহিতা এবং দায়িত্বশীলতা অত্যন্ত জরুরি। সুশাসন এবং ইউনিভার্সিটির সুন্দর পরিবেশ হচ্ছে উৎপাদনমুখী শিক্ষা ও গবেষণার মূল চাবিকাঠি। ইউনিভার্সিটির সব শিক্ষকের নিজ নিজ দায়িত্ব- যেমন কোর্স সমাপন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন, ছাত্রদের সময় দেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা থাকা উচিত। সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা এবং মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের ওপর ভিত্তি করে গবেষকদের কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

বিশেষজ্ঞ কমিটির শিক্ষক নিয়োগ

পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে প্রচলিত নিয়োগ প্রথা বাতিল করতে হবে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের অধীনে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। গ্রান্টস কমিশন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের একটি তালিকা তৈরি করবেন। এ তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে তৈরি হবে শিক্ষক নিয়োগ কমিটি। প্রতিটি বিভাগের জন্য থাকবে আলাদা কমিটি। কমিটিগুলো দেশের সব পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগ কাজ পরিচালনা করবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি যোগ্যতা বিবেচনায় আনা হবে। এগুলো হলো একাডেমিক ফলাফল, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের যোগ্যতা ও সর্বোপরি গবেষণা কাজে পারদর্শিতা। নতুন শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষণ পদ্ধতি আয়ত্তে আনার জন্য গ্রান্টস কমিশনের উদ্যোগে চাকরিতে যোগদানপূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সব ইউনিভার্সিটিতে যোগ্যতার মাপকাঠি থাকবে একই। শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রকাশনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ হবে পদোন্নতির ন্যূনতম ভিত্তি।

ইউনিভার্সিটি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন

রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটস ও সরকার মনোনীত প্রার্থীদের হ্রাস করে পাবলিক ইউনিভার্সিটির সিনেট এবং সিন্ডিকেট পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সিনেট থেকে শিক্ষক প্রতিনিধি সংখ্যাও হ্রাস করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটস ও সরকার মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব বিস্তার করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। সরকারের হস্তক্ষেপ ইউনিভার্সিটি প্রশাসনকে দুর্বল করে দেয় এবং প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন সঙ্কুচিত হয়। ফলে ইউনিভার্সিটির একাডেমিক স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। সিনেট ও সিন্ডিকেটে একাডেমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ভোট দেবেন সেই ক্যাটেগরিভুক্ত শিক্ষকরা। যেমন একজন প্রভাষক ভোট দেবেন শুধু প্রভাষক ক্যাটেগরিতে। ডিন ও প্রভোস্টের মধ্য থেকে উপাচার্য পর্যায়ক্রমে সিনেট এবং সিন্ডিকেট সদস্য মনোনয়ন দেবেন। সিনেট, সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটিতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বৃহৎ সামাজিক প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। *(চলবে)*

লেখক : লেকচারার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

(নিবন্ধটি গত ৭ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষার ওপর এক গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়)

সংশোধন